জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা – জুলাই/০২

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* প্রযুক্তি ব্যবধান কমানোর মাধ্যমে দরিদ্রতম দেশগুলোর দারিদ্র্য দুরীকরণ সম্ভব– জাতিসংঘ
* মিয়ানমারে জাতীয় ঐক্য তৈরিতে বিস্তারিত পদক্ষেপ গ্রহণের পক্ষে বান কি মুন
* জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞদের মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য বাংলাদেশের প্রতি বান কি মুনের আহ্বান
* উত্তর কোরিয়ার পরমাণু চুলি- বন্ধকে অভিনন্দন জানালেন জাতিসংঘ মহাসচিব
* জাতিসংঘের পরমাণু পর্যবেক্ষণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতি ইরানের সম্মতি
* এশিয়ায় সাম্প্রতিক বন্যায় শিশুদের ওপর প্রভাব নিয়ে ইউনিসেফের উদ্বেগ প্রকাশ

প্রযুক্তি ব্যবধান কমানোর মাধ্যমে দরিদ্রতম দেশগুলোর দারিদ্র্য দুরীকরণ সম্ভব– জাতিসংঘ

১৯ জুলাই দারিদ্র্য দুরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বিশ্বের স্বল্পোন্নত ৫০টি দেশকে অবশ্যই বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও আবিস্কারের ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটাতে হবে। আজ প্রকাশিত জাতিসংঘের নতুন একটি প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়।

জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন বিষয়ক সম্মেলন (ইউএনসিটিএডি) এ প্রতিবেদন তৈরি করে। জাতিসংঘের এই প্রতিবেদনে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর (এলডিসি) সরকার ও তাদের উন্নয়ন অংশীদাররা কিভাবে এই সব দেশের প্রযুক্তিগত অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে পারে সে সম্পর্কে গুরুত্বারোপ করা হয়।

নিউইয়র্কে এক সংবাদ সম্মেলনে হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও বিশ্বায়ন প্রকল্পের পরিচালক ক্যালেশাস জুমা বলেন, 'এ প্রতিবেদনটি বেশ গুরুত্বপুর্ণ। কেননা এটি নতুন একটি ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করেছে, যে ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে সহযোগিতা করি না।। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের অন্যতম বাহন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। আর এ ক্ষেত্রে ওই সব দেশের বেশ আগ্রহ তৈরি হচ্ছে।'

জুমা বলেন, 'জ্ঞান, প্রযুক্তিগত শিক্ষণ ও আবিস্কার' শীর্ষক এ প্রতিবেদনটিতে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য কেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিষয় দরকার তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। নিম্ন মাথাপিছু আয়, দুর্বল মানব সম্পদ ও চরম অর্থনৈতিক দুরবস্থার ভিত্তিতে ৫০টি দেশকে 'স্বল্পোন্নত দেশ' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

তিনি বলেন, 'প্রতিবেদনের এ তথ্য খুবই বাস্তবসম্মত যে, স্বল্পোন্নত দেশগুলো যদি তাদের শিক্ষণের দক্ষতা ও শিল্পায়নে উলে-খযোগ্য পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ না করে তবে তারা আরও দরিদ্র হতে থাকবে।'

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বর্তমান কাঠামো যেন 'শিক্ষণহীন অর্থনৈতিক উদারীকরণ ও আবিস্কারহীন বিশ্বায়ন'। তাই স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে অবশ্যই 'দারিদ্র্য থেকে বের হয়ে আসার উপায় বের করতে হবে।'

প্রতিবেদনে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সরকারকে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও আবিস্কার প্রসারে সহায়ক নীতি গ্রহণের পাশাপাশি অবকাঠামো, মানব মুলধন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে বলে সুপারিশ করা হয়।

মিয়ানমারে জাতীয় ঐক্য তৈরিতে বিস্তারিত পদক্ষেপ গ্রহণের পক্ষে বান কি মুন

১৮ জুলাই– মিয়ানমারে আজ আবার তাদের জাতীয় সম্মেলন শুরু হয়েছে। তাই জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন আজ দেশটির সরকারের প্রতি এক্ষেত্রে সকলকে নিয়ে প্রক্রিয়া জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছেন।

মুখপাত্রের মাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে বান কি মুন সরকারকে এ সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য উৎসাহিত করেন, যাতে দেশটির রাজনৈতিক মহাপরিকল্পনায় এটি ও পরবর্তী পদক্ষেপগুলো যতটা সম্ভব ব্যাপক, অংশগ্রহণমুলক ও স্বচ্ছ হয়।

এক বিবৃতিতে মুখপাত্র মাইকেল মন্টাস বলেন, এতে মিয়ানমারের ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপুর্ণ জাতীয় ঐক্য তৈরির প্রক্রিয়ায় সংশি-ষ্ট সব পক্ষ যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে সে ব্যবস্থা করা উচিত।

মহাসচিব বান কি মুনের মিয়ানমার বিষয়ক বিশেষ উপদেষ্টা ইব্রাহিম গামবারি এ মাসের প্রথমদিকে এশিয়ার গুরুত্বপুর্ণ রাজধানী শহরগুলোতে এ বিষয়ক পরামর্শ সভার আয়োজন করেন।

জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞদের মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য বাংলাদেশের প্রতি বান কি মুনের আহ্বান

১৭ জুলাই– দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার ও বিচারের মুখোমুখি হওয়া জাতিসংঘের স্বাধীন বিশেষজ্ঞ সিগমা হুদার সুষ্ঠু বিচার পাওয়া ও বিচারকালে আটক অবস্থায় প্রাপ্য অধিকারসহ পুর্ণ মানবাধিকার পাওয়ার প্রতি সম্মান দেখাতে বাংলাদেশের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন। আজ মুখপাত্রের মাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে তিনি এ আহ্বান জানান।

বাংলাদেশি নাগরিক সিগমা হুদা ২০০৪ সালের এপ্রিলে মানব পাচারবিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ দুত হিসেবে নিয়োগ পান।

বিবৃতিতে বান কি মুন বলেন, জাতিসংঘের সুবিধা ও দায়মুক্তিবিষয়ক সনদ ১৯৪৬ এ বলা হয়েছে, এ সংস্থার বিশেষ দুত সংস্থার বিশেষজ্ঞ হিসেবে স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধা পাবেন। ওই সনদে আরও উলে-খ করা হয়েছে, কোনো রাষ্ট্র এই সংস্থার বিশেষজ্ঞদের বিরুদ্ধে আইনী পদক্ষেপ নিতে চাইলে সেই রাষ্ট্রকে অবশ্যই বিষয়টি মহাসচিবকে জানাতে হবে।

বান কি মুন বলেন, কিন্তু দুঃখজনক যে বাংলাদেশ সরকার সিগমা হুদার ক্ষেত্রে তা করেনি।

সিগমা হুদার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে তার প্রকৃতি সম্পর্কে এবং বিশেষ দুত হিসেবে তার কার্যক্রমের সাথে এর যোগসুত্রের ব্যাপারে অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের কাছ থেকে তথ্য পাওয়ার পর জাতিসংঘ মহাসচিবের সিদ্ধান্ত হলো জাতিসংঘের একজন স্বাধীন বিশেষজ্ঞ হিসেবে সিগমা হুদার কাজ সম্পর্কিত অভিযোগের জন্য তার বিচার হচ্ছে না।

এছাড়াও মহাসচিব বলেন, ওই সনদের আওতায় এ ক্ষেত্রে রেহাই দেওয়ার কোনো বিধান নেই।

বান কি মুন উলে-খ করেন, দুর্নীতি রোধে বিভিন্ন দেশকে সহায়তা দেওয়ার ব্যাপারে জাতিসংঘ বদ্ধপরিকর। একইসঙ্গে তিনি সিগমা হুদার বিরুদ্ধে বিচার পরিচালনার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিষয়ক বাধ্যবাধকতার সাথে সঙ্গতিপুর্ণ আচরণ প্রদর্শনের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

উত্তর কোরিয়ার পরমাণু চুলি- বন্ধকে অভিনন্দন জানালেন জাতিসংঘ মহাসচিব

১৬ জুলাই– উত্তর কোরিয়া তার ইয়ংবিয়ন পরমাণু চুলি- বন্ধ করে দিয়েছে। বিশ্ব পরমাণু পর্যবেক্ষণকারী সংগঠন জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আনবিক শক্তি সংস্থার (আইএইএ) বিশেষজ্ঞরা যাচাইয়ের এর পর বিষয়টি নিশ্চিত করায় তিনি তাদের অভিনন্দন জানান।

ইয়ংবিয়ন চুলি- বন্ধ করা এবং চূড়ান্তভাবে ইয়ংবিয়ন পরমাণু স্থাপনা পরিত্যক্ত ঘোষণার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ সম্পর্কিত চুক্তি বাস্তবায়ন করতে উত্তর কোরিয় সরকারের আমন্ত্রণে আইএইএ-এর একটি দল গত রোববার সে দেশে গেছে।

আজ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বান কি মুন সাংবাদিকদের বলেন, ‘ যতো শীঘ্র সম্ভব কোরিয় উপদ্বীপকে পরমাণু অস্ত্রমুক্তকরণ সম্পর্কিত নিজেদের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে উত্তর কোরিয়া ও অন্যান্য পক্ষগুলো অব্যাহতভাবে যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে জাতিসংঘ মহাসচিব এবং উত্তর কোরিয়ার সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে আমি তাকে সাধুবাদ জানাই।’

গত মাসের শেষের দিকে আইএইএ-এর পরিদর্শকরা পিয়ংইয়ং সফর করেন এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটি চুক্তিতে পৌঁছান। চুক্তি অনুযায়ী ইয়ংবিয়ন পরমাণু স্থাপনা ও তায়েখোনে নির্মাণাধীন চুলি- বন্ধ করার সময় উত্তর কোরিয়া আইএইএ-এর পর্যবেক্ষণ ও যাচাইয়ের ব্যবস্থা করবে বলে একমত হয়।

জনাব বান বলেন,এটি কেবল একটি মাত্র পদক্ষেপ, কিন্তু আমি মনে করি এটি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ ও উৎসাহব্যঞ্জক একটি পদক্ষেপ।

অর্থনৈতিক সাহায্য, নিরাপত্তার নিশ্চয়তা, রাজনৈতিক সম্পর্ক ও কূটনৈতিক সম্পর্কের বিনিময়ে উত্তর কোরিয়াকে অবশ্যই তার সব পরমাণু অস্ত্র ধ্বংস এবং এ সংক্রান্ত কর্মসুচি বন্ধ করতে হবে।

জাতিসংঘের পরমাণু পর্যবেক্ষণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতি ইরানের সম্মতি

১৩ জুলাই- জাতিসংঘ পরমাণু পর্যবেক্ষক সংস্থা আজ ইরানের বেশ কিছু পরমাণু স্থাপনা নতুন করে পর্যবেক্ষণ ও এগুলোর নিরাপত্তার বিষয়ে তেহরানের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষরের কথা ঘোষণা করেছে।

আন্তর্জাতিক আনবিক শক্তি সংস্থার (আইএইএ) পর্যবেক্ষণকারীরা এ মাসের শেষদিকে ইরানের আরাকে ভারী পানি গবেষণা চুলি- পর্যবেক্ষণে যাবেন। এ ছাড়া আগামী মাসের প্রথমদিকে তারা নাতাঞ্জে জ্বালানি সমৃদ্ধকরণ স্থাপনার নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিষয়টিও চূড়ান্ত করবেন। ভিয়েনায় আইএইএর সদর দপ্তরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ইরান ও আইএইএ সংস্থার নতুন পর্যবেক্ষকদের পদবি নিয়েও একমত হয়েছে।

আইএইএর নিরাপত্তা প্রদান বিষয়ক উপমহাপরিচালক অলি হেইনোনেনের নেতৃত্বে সংস্থার একদল বিশেষজ্ঞ দু’দিনের ইরান সফরে যাওয়ার পর এ চুক্তি হলো। গতকাল ওই সফর শেষ হয়।

গত মাসে আইএইএ মহাপরিচালক মোহাম্মদ এল বারাদি এবং ইরানের সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের সেক্রেটারি আলি লারিজানির মধ্যে বৈঠকের পর সংস্থার বিশেষজ্ঞদল এ সফরে যান।

ইরানের প-ুটোনিয়াম পরীক্ষাসহ অমীমাংসিত বিষয় নিয়ে আইএইএ ও তেহরান আগস্টের প্রথমদিকে আরেকটি বৈঠক করার ব্যাপারেও একমত হয়েছে।

তেহরান বলে আসছে, তাদের পরমাণু কর্মসুচি শান্তিপুর্ণ ও অসামরিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত হচ্ছে। তবে অন্য দেশগুলো অভিযোগ করছে, ইরান সামরিক উদ্দেশ্যে পরমাণু কর্মসুচি পরিচালনা করছে।

এশিয়ায় সাম্প্রতিক বন্যায় শিশুদের ওপর প্রভাব নিয়ে ইউনিসেফের উদ্বেগ প্রকাশ

১২ জুলাই- জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) দক্ষিণ ও পুর্ব এশিয়ায় বিশেষ করে পাকিস্তান, ভারত, মিয়ানমার ও আফগানিস্তানের ভয়াবহ মৌসুমি বন্যায় লাখ লাখ শিশুর আক্রান্ত হওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ইউনিসেফের মুখপাত্র রাফায়েল হারমোসো আজ

বলেন, ‘মৌসুমি বন্যা দক্ষিণ এশিয়ায় নিয়মিতই দেখা দেয়। কিন্তু এ বছর এটি ভয়াবহ আকারে দেখা দিয়েছে। মানচিত্র দেখে আপনারা আক্রান্ত দেশগুলো চিহ্নিত করতে পারেন।’

সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পাকিস্তান। সেখানে প্রায় ২১ লাখ ৫০ হাজার লোক বন্যায় আক্রান্ত হয়েছে যাদের বেশিরভাগ নারী ও শিশু। গত মাসে ‘ইয়েমিয়েন’ নামের ঘুর্নিঝড়ের প্রভাবে টানা চার দিনের বৃষ্টিতে ওই বন্যা দেখা দেয়। বন্যায় ২০০ লোক প্রাণ হারিয়েছে, নিখোঁজ হয়েছে আরও ২০০ জন। ইউনিসেফ তাৎক্ষণিকভাবে বন্যা মোকাবিলায় ৫০ লাখ ডলার সাহায্যের কথা জানিয়েছে।

ইউনিসেফ বলছে, পাঁচ বছরের কম বয়সী অন্তত তিন লাখ শিশু বন্যায় আক্রান্ত হয়েছে। বন্যার পানিতে এখনও অনেক এলাকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। অনেক স্থানে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়েছে। এর ফলে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম ও পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং পানিবাহিত রোগ ছড়িয়ে পড়ছে।

জাতিসংঘের মানবিক বিষয় সংক্রান্ত সমন্বয়কারীর কার্যালয়ও (ওসিএইচএ) জরুরি সাহায্য দিচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে- এক লাখ ২০ হাজার ক্লোরিন ট্যাবলেট, স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য ১৫১টি বাক্স যার প্রত্যেকটিতে ফ্লিফচার্ট প্যাড, মার্কার, কলম, রঙিন পেন্সিল, রাবার, অনুশীলনী বই, স্কেল, পেন্সিল, চক ও চকবোর্ড রয়েছে। এ ছাড়াও সংস্থাটি ৭৫ মেগাটন খাদ্য সাহায্য দিচ্ছে। সরকারের গৃহীত পদক্ষেপকে এগিয়ে নিতে সংস্থার পক্ষ থেকে কমপক্ষে ১৪ হাজার তাবু ও আশ্রয় সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

হারমোসো বলেন, বন্যায় পাকিস্তানে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বেলুচিস্তান ও সিন্ধু প্রদেশ। দেশটির অনগ্রসর এলাকার অন্যতম এ দুটি প্রদেশ। বন্যায় এখানকার শিশু ও নারীরা অসহায় হয়ে পড়েছে।

তিনি বলেন, এশিয়ায় বন্যা মোকাবিলায় ইউনিসেফের পদক্ষেপে আগে থেকে জরুরি ত্রাণ সরবরাহের গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে যাতে দুর্যোগ দেখা দেওয়ার আগেই ত্রাণ সামগ্রী মজুদ থাকে।

‘পাকিস্তান, ভারত, মিয়ানমার ও আফগানিস্তানের কথা উলে-খ করে তিনি বলেন, ‘সুনামি (২০০৪ সালের ডিসেম্বরে) এর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছে এবং চারটি দেশেই এটি কাজে এসেছে বলে আমরা দেখেছি।’

‘পাকিস্তান ও মিয়ানমারে আমরা জীবনরক্ষাকারী জরুরি ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করতে সক্ষম হয়েছি। ভুমিকম্পের (পাকিস্তানে ২০০৫ সালের অক্টোবরে) ও সুনামির পর পরই সতর্কতামুলকভাবে ত্রাণ সামগ্রী মজুদ করায় এটা সম্ভব হয়েছে। অবশ্যই এ ধরনের সামগ্রী মজুদ রাখতে হবে যাতে আমরা ভবিষ্যতে এটা করতে পারি।’

মিয়ানমারের পশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণ উপকুলে বন্যায় ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়, ভবনগুলোতে কাদার আস্তরণ পড়ে যায় এবং খাবার পানি কুপ দুষিত হয়ে পড়ে। সে সময় ইউনিসেফ প্রয়োজনীয় ওষুধ, মুখে খাওয়ার স্যালাইন, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ও পরিবারের দরকারী জিনিসপত্র সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছে।

ইউনিসেফের জরুরি সাহায্য বর্তমানে বাংলাদেশ সীমান্তের রাখাইন এলাকায় থান্ডু শহরে এসে পৌঁছেছে। সাম্প্রতিক প্রবল বর্ষণে ওই এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বন্যা-পরবর্তী কর্মসুচি হিসেবে ইউনিসেফ কর্মীরা রাখাইনদের মধ্যে পলিও টিকা প্রদান অভিযান শুরু করেছে।

সাম্প্রতিক মৌসুমি বৃষ্টিতে ভারতের পশ্চিমবঙ্গা, উড়িষ্যা ও রাজস্থান রাজ্যে নতুন করে বন্যা দেখা দিয়েছে। ইউনিসেফ স্থানীয় সরকারের আহ্বানে বন্যা মোকাবিলায় সাহায্য দিতে শুরু করেছে।

আফগানিস্তানে গত মাসে বন্যায় একশর বেশি লোক প্রাণ হারিয়েছে এবং হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছে। আক্রান্ত পাঁচ হাজার পরিবারের জন্য ইউনিসেফ জরুরি স্বাস্থ্য সেবা সামগ্রী, পানির থলে ও অন্যান্য সামগ্রী বিতরণ করতে ও আরো সাহায্য মজুত করতে শুরু করেছে।

** ** **